দৈনিক সংবাদ

MAY 09 2002

তারিখ ...
১৬ কলাম ৬

ঢালাও দলীয়করণের কবলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

খুলনা থেকে মানিক সাহা ॥ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, জাতীয় পত্রিকা ক্রয়, দায়িত্ব বণ্টন, অতিথি নির্বাচন, বিজ্ঞাপন প্রদান, শিক্ষক সমিতি বা কর্মকর্তা-কর্মচারী সংগঠনসহ সকল ক্ষেত্রে এখন ঢালাওভাবে দলীয়করণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যে সকল শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃপক্ষের এ সকল অনিয়মে সায় দিচ্ছেন না তাদেরই আওয়ামী লীগ হিসেবে চিহ্নিত করে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।

জোট সরকারের বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে নেপথ্যে থেকে পরিচালনাকারী একটি চক্রের পছন্দের লোক ঢোকানোর জন্য শুরু হয়েছে অ্যাডহক ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য প্রফেসর এম. আবদুল কাদির ভুঁইয়ার হাত দিয়ে এ সকল নিয়োগ হলেও সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে অন্য একটি মহলের।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, কম্পিউটার সায়েন্স, অর্থনীতি, অ্যাগ্রোটেকনোলজিসহ ৫টি ডিসিপ্লিনে ইতোমধ্যে ৫ শিক্ষককে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অতীতের সকল রীতি-নীতি উপেক্ষা করে ডিসিপ্লিনপ্রধানদের কোন মতামত না নিয়ে সরাসরি উপাচার্যের মাধ্যমে এ সকল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, কম্পিউটার সায়েন্স ডিসিপ্লিনে যাকে অ্যাডহক ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে তার অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার অত্যন্ত নিচুমানের। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে তিনি সুযোগ পাননি। আবার বুয়েটে মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন এমন একজনকে শিক্ষক নিয়োগ করায় ডিসিপ্লিনের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে ইউআরপি ডিসিপ্লিন থেকে পাস করা একজনকে অর্থনীতি ডিসিপ্লিনে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। একজন কবলে ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

কবলে ঃ দলীয়করণের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সরকারিদলের নেতার আত্মীয় হিসেবে ভাল অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার না থাকা সত্ত্বেও বিশেষ তদবিরের জোরে এ নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। যা এখন সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা হচ্ছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকরা এখন কোণঠাসা অবস্থায় আছে। নতুন একটা গোষ্ঠী এখন নেপথ্যে থেকে সবকিছু দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালনা করছে। এ সকল কারণে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে অত্যন্ত উজ্জ্বল অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারের অধিকারী প্রফেসর, ড. মো. রহমতউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছেন। জীব বিজ্ঞান স্কুলের ডিন এ প্রবীণ শিক্ষক প্রায় ২ দশক আমেরিকায় ছিলেন। দেশের ছাত্রদের পড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি 'এখানে যোগ দিলেও শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি।

সম্প্রতি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ জাতীয় পত্রিকাগুলো রাখা বন্ধ করে সরকার সমর্থক কাগজ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিজ্ঞাপন বণ্টন নিয়েও চলছে দুর্নীতি। সরকার সমর্থক না হলে তাদের বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে না।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলের উদ্বোধন করেন সাবেক উপাচার্য প্রফেসর জাফর রেজা খান মাত্র কয়েকমাস আগে। অথচ কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রীকে এনে সেই হল পুনরায় উদ্বোধন করানো হয়েছে। আগের নামফলক রাতের আঁধারে সরিয়ে ফেলা হয়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম. আবদুল কাদির ভুঁইয়ার সঙ্গে এ সকল অভিযোগ সম্পর্কে কথা বললে তিনি শিক্ষক নিয়োগসহ কোন ব্যাপারে অনিয়ম হয়নি বলে জানান। হল উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছাত্ররা চেয়েছিল বলে এটা করা হয়েছে।